LIFE

OF

DAVID HARE:

BY

JOGENDER NATH GHOSE, F.T.S.,

Homœopathic Physician, Calcutta,

AUTHOR OF THE "*Dictionary of Medical Terms,*" "*History of the Bengalee Press,*" BEING THE SUBSTANCE OF A LECTURE, DELIVERED AT THE NATIONAL SOCIETY, ON THE 4TH JULY, 1870, AND THE EDITOR OF THE LATE "*Aubodhabundhu.*"

চিরস্মরণীয় মহাত্মা

হেয়ার সাহেব।

"মেডিকেল ডিক্সনারি," গ্রন্থকর্ত্তা ও "বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কণের ইতিবৃত্ত ও সমালোচন" প্রণেতা, এবং ভূতপূর্ব্ব "অবোধবন্ধু" সম্পাদক,

ডাক্তার শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ-প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা, ৩ নং চোরবাগান লেন,
"হোমিওপ্যাথিক ক্লিনিক" হইতে প্রকাশিত।

সন ১২৯৭ সাল।

চিরস্মরণীয়

মহাত্মা হেয়ার সাহেব।

David Hare

চিরস্মরণীয়

মহাত্মা হেয়ার সাহেব।

যে কোন বৈদেশিক ব্যক্তি অস্মদ্দেশের উপকার সাধন করুন না কেন, স্বর্গীয় মহাত্মা ডেবিড্ হেয়ার সাহেবের ন্যায় এবিষয়ে কেহই অদ্যাবধি নিঃস্বার্থ-ভাবে অসাধারণ আন্তরিক প্রয়াস ও ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তিনি বাঙ্গালীদিগকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন। কিরূপে হতভাগ্য বঙ্গবাসীরা আপামর সাধারণে জ্ঞান ও সভ্যতায় বিভূষিত হইয়া আপনাদের উন্নতির পথ স্থিরীকৃত করিতে পারিবে, সেই চিন্তাতেই প্রায় তাঁহার সমস্ত জীবন এই দেশে অতিবাহিত হইয়াছিল! তিনি আমাদের দেশের এক জন প্রকৃত পরম বন্ধু ও হিতৈষী ছিলেন। পিতা মাতা অপেক্ষা তাঁহার প্রীতি ও স্নেহ ফলপ্রদ ছিল। এবং তিনি সমস্ত দরিদ্র ও নিঃসহায় ছাত্র এবং তাহাদের দুঃখিনী জননী প্রভৃতির অন্নদাতা ও মঙ্গলবিধাতা

ছিলেন। যদিও নব্যসম্প্রদায়ের মধ্যে কেহই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করেন নাই, অথবা তাহাদের তিনি শিক্ষাগুরুও নহেন; তথাচ আমাদের দেশের বংশাবলীকে যাবজ্জীবন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা-ঋণে আবদ্ধ থাকিতে হইবে। কারণ তাঁহারই প্রসাদে ও প্রযত্নে এতদ্দেশে ইংরাজী শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত ও দৃঢ়তর হইয়াছে। এই শিক্ষার প্রভাবে এক্ষণে আমরা প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী হইয়া সভ্য জগতের নিকট গৌরব ও সম্মান লাভ করিতেছি। ঈদৃশ মহাত্মার জীবনবৃত্তান্ত যাহাতে চিরদিন আমাদের অন্তঃকরণে জাজ্বল্যমান থাকে তাহা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

ডেবিড্ হেয়ার ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে স্কটলণ্ড দেশের অন্তঃপাতী এবার্ডীন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা উক্ত স্থানেরই একটি মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ডেবিড্ পিতার সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান। তাঁহার আর তিন ভ্রাতার নাম, জোসেফ, আলেকজেণ্ডার ও জন। তন্মধ্যে তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা আলেকজেণ্ডার ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা জন কলিকাতায় আগমন করেন। মধ্যম

ভ্রাতা অল্পকাল মধ্যে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা এদেশে দীর্ঘকাল অবস্থিতি না করিয়া ইচ্ছানুরূপ অর্থ সংগ্রহ করণানন্তর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ডেবিড্ হেয়ারের পিতা লণ্ডন নগরে ঘড়ী নির্ম্মাণ ও মেরামত করিতেন। তিনিও বহুযত্ন সহকারে পিতৃকার্য্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া ১৮০০ খৃঃ অব্দে পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে কলিকাতায় উপনীত হন। অতঃপর তাঁহার পূর্ব্বোক্ত ভ্রাতৃদ্বয় আইসেন।

প্রথমতঃ এই স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক ডেবিড্ হেয়ার ঘড়ীর ব্যবসায় দ্বারা লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তদনন্তর, তিনি তাঁহার স্বদেশে প্রত্যাগমন না করিয়া সেই সমস্ত অর্থ এতদ্দেশীয় লোকের হিতসাধনেই ব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি অত্রত্য লোকের অজ্ঞানাবস্থা সন্দর্শনে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন; এবং কি উপায়ে তাহাদের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার সমূহ দূরীভূত হইবে, তদ্বিষয় অবিরত চিন্তা করিতে লাগিলেন। তৎকালে ভাল ইংরাজী অথবা বাঙ্গালা পাঠশালা ছিল না; এবং প্রথম শিক্ষোপযোগী কি বাঙ্গালা

কি ইংরাজী কোন ভালরূপ পুস্তকও সেই সময়ে প্রচারিত হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে ১৭৯৪ খৃঃ অব্দে ইংরাজ বাহাদুর কর্ত্তৃক সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয় স্থাপিত হওয়ায় অস্মদ্দেশে ইংরাজী বিদ্যার আলোচনা হইতেছিল। তৎকালে কেহ কতকগুলি ইংরাজী পদাবলী অভ্যাস করিয়া প্রয়োগ করিতে পারিলেই তাহাকে এক্ষণকার এম. এ. উপাধির ন্যায় কৃতবিদ্য বলিয়া সম্মান করা হইত। রামরাম মিশ্র নামে এক ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথম ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করেন। আনন্দরাম নামে অপব এক ব্যক্তি ইংরাজী ভাষায় বহুসংখ্যক বাক্যাবলী কণ্ঠস্থ করাতে মহা পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। অতঃপর ক্রমান্বয়ে রামমোহন নাপিত, কৃষ্ণমোহন বসু, ভুবন দত্ত, শিবু দত্ত, অ্যারাটুন পিটার্স, সার্ বরণ, প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সকল বিদ্যালয়ে টমাস্ ডাইসেস্ এস্পেলিং, স্কুলমাষ্টার, অ্যারেবিয়ান নাইট্স, প্লিজিং টেল্স, ইত্যাদি, কয়েকখানি ইংরাজি পুস্তক পঠিত হইত। আর বাঙ্গালা

ভাষায়, চৈতন্যচরিতামৃত, মনসামঙ্গল, ধর্ম্মজ্ঞান, সংক্ষিপ্ত মহাভারত ও রামায়ণ, গুরুদক্ষিণা, চণ্ডী, অন্নদামঙ্গল, এবং বিদ্যাসুন্দর, পাঠ্য-পুস্তক ছিল। তখন সামান্যরূপ লিখন, পঠন ও গণিত অভ্যাস হইলেই বিদ্যার শেষ সীমা অতিক্রম করা হইত। সুতরাং ইতর সাধারণে একপ্রকার অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন ছিল। পরে হেয়ার সাহেব অনতিকাল মধ্যেই নিজগুণে এখানকার সমস্ত হিন্দুদিগের সহিত সম্প্রীতি লাভ করিলেন। সকলেই তাঁহাকে পরম আত্মীয় জ্ঞান করিত। তিনি আমাদের জাতিভাই বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। এমন কি, কোন ক্রিয়াকলাপ উপলক্ষে তাঁহার নিমন্ত্রণ পর্য্যন্ত হইতে লাগিল; তিনি যেন বিদেশী ও বিধর্ম্মাবলম্বী নহেন; এবং তাঁহার প্রগাঢ় সহানুভূতি গুণে সকলকেই তিনি আপনার করিয়া তুলিলেন। তৎকালে রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় আমাদের সমাজে বিজ্ঞ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। হেয়ার সাহেব প্রথমে ইহাঁদের সহিত উচ্চ শিক্ষা বিষয়ে পরামর্শ করেন। সময়ে

সময়ে আপনার অপর বন্ধুবান্ধবগণকেও তাহার সদুপায় জিজ্ঞাসা করিতেন। পরে এই স্থির করিলেন যে, এই মহানগরী কলিকাতায় ভালরূপ ইংরাজী অথবা বাঙ্গালা বিদ্যালয় সংস্থাপন পূর্ব্বক শিশু-সন্তানদিগকে উচ্চতর সুশিক্ষা প্রদান করাই তাহার একমাত্র উপায়; কিন্তু দেখিলেন যে, এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। এবং এরূপ কর্ম্মে সহসা প্রবৃত্ত হইয়া কৃতকার্য্য হওয়াও সুকঠিন। তথাপি তাহাতে কিছুমাত্র নিরুৎসাহ না হইয়া ১৮১৫ খৃঃ অব্দে তাঁহার মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া এ দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন।

তৎকালে সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার জন্ হাইড্ ইস্ট মহোদয় প্রস্তাবিত বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হইয়া অনেকানেক এদেশস্থ এবং বিদেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের আনুকূল্য সংযোজন করিলেন। ইহার জন্য একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সংগঠিত হইল। ১৮১৬ খৃঃ অব্দে ২৭এ আগষ্ট তারিখে প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের কার্য্য-প্রণালীর নির্দ্ধারণ জন্য এই সভার অধিবেশন হয়।

হেয়ার সাহেব এই সভায় কেবল মাত্র আপনার বাক্যব্যয় না করিয়া কিরূপে অভীষ্ট বিষয় অচিরে কার্য্যে পরিণত হইবে তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি স্বয়ং চাঁদার পুস্তক হস্তে লইয়া দ্বারে দ্বারে পর্য্যটন পূর্ব্বক অসাধারণ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিলেন। অবশেষে নানা প্রকার বিঘ্ন-বিপত্তি অতিক্রমের পর ১৮১৭ খৃঃ অব্দে, জানুয়ারি মাসের ২০ এ তারিখে কলিকাতায় "হিন্দুকালেজ" নামে এক মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। সেই হিন্দুকালেজ এক্ষণ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে।

এই মহাবিদ্যালয় সুচারুরূপে চলিবে এরূপ কাহারো প্রত্যাশা ছিল না। কলিকাতাবাসী অনেকেই ইহার প্রতিকূলাচরণে উদ্যত ছিলেন; ইংরাজী পুস্তকপাঠে ও ইংরেজ শিক্ষকের উপদেশে হিন্দুধর্ম্ম লোপ পাইবে, এই আশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া হিন্দুগণ এই বিদ্যালয়ে পুত্র প্রেরণে পরাঙ্‌মুখ হইলেন, এবং আত্মীয়বর্গকেও তদ্বিষয়ে বিরত করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ড-নিবাসীদিগের মধ্যেও কেহ কেহ অসাধ্য-সাধন-চেষ্টা বিবেচনা করিয়া

বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদিগের উৎসাহ ভঙ্গ করিতে লাগিলেন। অধ্যক্ষ মহাশয়েরাও ছাত্রসংখ্যার ন্যূনতা দর্শনে ক্রমে ক্রমে নিতান্ত ভগ্নোৎসাহ হইয়া বিদ্যালয়ের হিতসাধনে বিরত হইলেন; কিন্তু হেয়ার সাহেব কিছুতেই ভগ্নোদ্যম হন নাই। তিনি প্রতিদিন এই বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া উহার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অধিকন্তু হিন্দুদিগের বাটী বাটী গমন করিয়া বিদ্যালয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিয়া তাঁহাদের আশঙ্কা দূর করিলেন; তখন ক্রমে ক্রমে বালকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কেবল হেয়ার সাহেবের চেষ্টাতেই যে হিন্দুকালেজের শ্রীবৃদ্ধি হয়, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

প্রথমতঃ, এই বিদ্যালয় কোন নির্দ্দিষ্ট গৃহের অভাবে আট বৎসর কাল ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। উহা কলিকাতা গরাণহাটায় গোরাচাঁদ বসাকের বাটীতে আরম্ভ হইয়া তথায় অল্পকাল অবস্থিতি করণানন্তর চিৎপুরে রূপচরণ রায়ের বাটীতে যায়, এবং তথা হইতে ফিরিঙ্গী কমল বসুর বাটীতে আইসে। অতঃপর প্রসিদ্ধ

পণ্ডিত ডাক্তার উইলসন সাহেবের প্রযত্নে হিন্দু ও সংস্কৃত কালেজের জন্য নূতনবাটী নির্ম্মাণের বন্দোবস্ত করা হয়। হেয়ার সাহেবের পটোলডাঙ্গায় কিছু ভূসম্পত্তি ছিল। বিদ্যালয়ের বাটীনির্ম্মাণ জন্য তাহার কিয়দংশ তিনি অতিশয় সানন্দ চিত্তে দান করেন। ১৮২৪ খৃঃ অব্দের ২৫এ জানুয়ারি তারিখে নূতন বাটীর নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়া এক বৎসরের মধ্যেই সমাধা হইয়া উঠিল। এই নূতন বাটীর মধ্যভাগে সংস্কৃত কালেজ এবং দুই পার্শ্বে হিন্দু কালেজের কার্য্য চলিয়া আসিতেছে।

১৮১৮ খৃঃ অব্দে, এদেশস্থ বালকগণকে বিদ্যাদান উদ্দেশে কয়েক জন ভদ্র ইংরেজ দ্বারা "স্কুল সোসাইটী" নামে এক সমাজ স্থাপিত হয়; সেই সমাজেরও কার্য্য সমাধার ভার হেয়ার সাহেব ও রাধাকান্ত দেব গ্রহণ করেন। হেয়ার আপন স্বভাবসিদ্ধ অধ্যবসায় গুণে প্রতিদিন দুই চারি ঘণ্টা, এবং কখন কখন আরও অধিক কাল পর্য্যন্ত স্কুল সোসাইটীর বাঙ্গালা ও ইংরেজী বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধারণ করিতেন। যাহাতে এদেশের

লোকে বাঙ্গালাভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারে, যাহাতে বাঙ্গালা ভাষা সুমার্জ্জিত হইয়া ক্রমে ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে, ইহার প্রতি হেয়ার সাহেবের সবিশেষ লক্ষ্য ছিল। যে সকল ছাত্রেরা ইংরাজী স্কুলে প্রবেশ করিত, তাহারা প্রাতে ও বৈকালে পাঠশালায় আসিয়া বাঙ্গালা ভাষা শিখিত। এইরূপ প্রণালীর গুণে এতদ্দেশীয় যুবকগণ বাঙ্গালা ও ইংরাজী দ্বিবিধ ভাষাতেই কৃতবিদ্য হইয়া উঠিতে লাগিল।

স্কুল সোসাইটীর ইংরাজী স্কুল "হেয়ার সাহেবের স্কুল" নামেই প্রসিদ্ধ ছিল। এই স্কুলে বিদ্যাশিক্ষার্থে বালকদিগের বেতন লাগিত না; অধিকন্তু কাগজ, কলম, পুস্তক, ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বস্তু সকল বিনা ব্যয়ে প্রাপ্ত হইত। এই বিদ্যালয়ে হেয়ার সাহেব প্রতিদিন দিবসের প্রায় সমস্ত সময় ক্ষেপণ করিতেন, এবং কোন কোন দিন রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্তও দশ বারটি বালক লইয়া তাহাদের চরিত্র সংশোধন বিষয়ে নানা প্রকার উপদেশ দিতেন, ও নূতন নূতন ক্রীড়ার রীতি শিখাইতেন।

এই সময়ে অস্মদ্দেশীয় মহিলাগণের বিদ্যা-শিক্ষার প্রয়োজন বিষয়ে মহা আন্দোলন হইতে লাগিল। কি ইংরাজ, কি বাঙ্গালী, সকলেই সম্মিলিত হইয়া স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্য যত্নবান হইলেন। ১৮২০ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে কলিকাতায় "জুবিনাইল সোসাইটী" নামে একটি সভা সংস্থাপন হয়। এই সভা কর্ত্তৃক স্ত্রীশিক্ষার প্রচার হয়। প্রথমতঃ শ্যামবাজার, জানবাজার ও ইটালীতে এক একটি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। রাজা রাধাকান্ত দেব স্ত্রীশিক্ষার একজন প্রধান উৎসাহ-দাতা ছিলেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া উক্ত সভাকে প্রদান করেন, এবং উহা উক্ত সভা কর্ত্তৃক প্রচারিত হয়। এই সকল বালিক্কা-বিদ্যালয়ের উন্নতি-কল্পেও হেয়ার সাহেব বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন; এবং উক্ত স্ত্রীশিক্ষা-প্রদায়িনী সভার উৎকর্ষ সাধন উদ্দেশে তিনি নিয়মিতরূপে অর্থদান করিতেন।

কি প্রকারে নূতন বিদ্যালয়গুলি সর্ব্ব সাধারণের নিকট আদরণীয় হইবে, কিসে বালকদিগের শরীর সুস্থ ও মন পাঠেতে নিবেশিত

হইবে, এই সমস্ত চিন্তায় এই মহাত্মার দিবা রাত্রি অতিবাহিত হইত। বালকদিগের আমোদ প্রমোদেই তিনি সুখী এবং তাহাদের বিষণ্ণ বদন দেখিলেই কাতর হইতেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার আর সুখ দুঃখ কিম্বা অন্য চিন্তা কিছুই ছিল না। লেখাপড়ার উৎকর্ষের প্রতি যেরূপ দৃষ্টি রাখিতেন, বালকদিগের চিত্তরঞ্জন উদ্দেশেও তিনি তদ্রূপ যত্নবান্ ছিলেন। চারি টাকা পাঁচ টাকা মূল্যের এক একটি ব্যাট কিম্বা গোলা ও অন্যান্য নানাপ্রকার ক্রীড়ন-দ্রব্য, এবং মনোরঞ্জন চিত্র-বিশিষ্ট লিখনের খাতা ও ডিক্‌সনারি প্রভৃতি নানা প্রকার পুস্তক, এবং দরিদ্র বালকদিগকে কাপড়, জুতা ও মাসিক মসহারা, অকাতরে বিতরণ করিতেন। এতদ্ব্যতীত দুর্গোৎসব উপলক্ষে হেয়ার সাহেব নিঃস্ব বালক ও তাহাদের মাতা ও ভগিনীদিগকেও ৪০০ টাকা মূল্যের সাড়ী ধুতি ও দিতেন।

১৮৩৫ খৃঃ অব্দে, যখন মেডিকাল কালেজের সূত্রপাত হয়, হেয়ার সাহেবই ঐ বিদ্যালয় স্থাপনে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। এবং তিনিই

ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। বাঙ্গালিগণ যে ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া স্বাধীন-ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে, তদুপযোগী শিক্ষালয় স্থাপন করিতে, তিনি একান্ত ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, এবং এই মেডিকেল কালেজ স্থাপন তাঁহার সেই উদ্দেশ্যের মূলীভূত কারণ। তৎ-কালে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক ভারতবর্ষের প্রধান শাসনকর্ত্তা এবং এ দেশের এক জন প্রকৃত হিতৈষী ছিলেন। হেয়ার সাহেব প্রায়ই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন এবং এই সুযোগে তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইয়া বর্ত্তমান মেডিকেল কালেজের স্থাপনা করেন। তাঁহার প্রযত্নেই এই বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। হেয়ার সাহেব এই কালেজের তত্ত্বাব-ধারণ সভার সম্পাদক না থাকিলে, বোধ হয়, হিন্দু ভদ্রলোকেরা সহসা, মৃতদেহ স্পর্শ বা ব্যবচ্ছেদ করিয়া চিকিৎসা-বিদ্যা শিখিতে আপনাদের পুত্র-দিগকে প্রেরণ করিতেন না; এমন কি, মহামতি হেয়ার অধ্যাপনার সময় উপস্থিত থাকিয়া ছাত্র-দের উৎসাহ বর্দ্ধন এবং প্রগাঢ় পরিশ্রম স্বীকার

পূর্ব্বক কালেজের সমুদয় বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম না করিলে, এই বিদ্যালয় রক্ষা করা সুকঠিন হইত। মধুসূদন গুপ্ত প্রথমে শব-ব্যবচ্ছেদ করিয়া সাধারণের শ্রদ্ধাস্পদ হইলেন। তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত হইয়া এক্ষণ পর্য্যন্ত মেডিকেল কালেজের গৃহভিত্তিতে স্থাপিত আছে। সকলেরই এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, হেয়ার সাহেবের অধীনস্থ স্কুল কিম্বা কালেজের ছাত্রেরা কখনই হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টীয়ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে না; সুতরাং তিনি যে যে বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধারণ করিতেন, সেখানে বালক পাঠাইতে কেহই শঙ্কিত হইতেন না। হেয়ার প্রতিদিন অন্যান্য বিদ্যালয়ের ন্যায় মেডিকেল কালেজেও আসিয়া তত্ত্বাবধান করিতেন। বিশেষতঃ হাসপাতালে যে সমস্ত রোগী থাকিত, সময়ে সময়ে তাহাদের সেবা-শুশ্রূষা করিতেও ত্রুটি করিতেন না; এবং যাহাতে তাহারা কোনরূপ কষ্টভোগ না করে, তাহার সুব্যবস্থা করিয়া দিতেন। তিনি যেন পরোপকার রূপ ব্রতে ব্রতী হইয়াই এই অবনীমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

হেয়ার সাহেব স্বাভাবিক অত্যন্ত কোমল-হৃদয় ছিলেন। তিনি শিশু সন্তানদিগকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন; এবং তাহাদিগকে লইয়া সর্ব্বদা আমোদে মত্ত থাকিতেন। কিরূপে তাহাদের লেখা পড়ার উন্নতি হইবে, এজন্য তিনি সর্ব্বদা স্বয়ং তাহাদিগের লেখা সংশোধন ও পাঠশিক্ষা বিষয়ে যত্ন করিতেন। সর্ব্বদা শিশুদের লইয়া খেলা করিতেন। উহারা তাঁহাকে বয়স্যের ন্যায় বোধ করিয়া কেহ তাঁহার ঘাড়ে উঠিত, কেহ কোর্ত্তা ধরিয়া টানিত; তাহাতে তিনি কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া বরং আরো আহ্লাদ প্রকাশ করিতেন। এদেশীয় বালকদের প্রতি তাঁহার পুত্রাধিক স্নেহ ছিল। শিশুগণ তাঁহাকে সাহেব বোধে ভয় না করিয়া পিতার তুল্য ভাল বাসিত। ফলতঃ তাঁহার এরূপ সদয় ব্যবহারে বালকদিগের এত স্নেহ না হইবেই বা কেন! যখন যে বালকের পীড়া শুনিতেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার বাটীতে যাইয়া যথা-বিহিত ঔষধ দিতেন, এবং যতদিন পর্য্যন্ত না সে সুস্থ হইত, ততদিন অবধি প্রত্যহ তাহাকে দুই-এক-বার করিয়া দেখিতে যাইতেন। তাঁহার পাল্কীতে

এক্ষণকার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদিগের ন্যায় একটি ঔষধের বাক্স সর্ব্বদাই থাকিত।

এক্ষণে আমরা অনেক সাহেবের গাড়ী, ঘোড়া প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যের চিহ্নই দেখিতে পাই; কিন্তু হেয়ার সাহেবের তাদৃশ কিছুই ছিল না। তিনি অত্যন্ত সামান্য ভাবে থাকিতেন। নিতান্ত প্রয়োজনীয় চাকর ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন চাকর ছিল না; যেরূপ বেশ না হইলে লোকের কাছে যাওয়া যায় না, তাহাই তাঁহার উত্তম পরিচ্ছদ ছিল; এবং একখানি পাল্কী ভিন্ন যাতায়াতের অন্যবিধ কোন যান ছিল না। প্রত্যহ বেলা ১০টার সময় এই পাল্কীতে চড়িয়া স্কুল ও কালেজ দেখিতে যাইতেন। চাকরের প্রতি তিনি এরূপ দয়া প্রকাশ করিতেন যে, বোধ হয়, অদ্যাবধি কোন চাকর প্রভু হইতে সেরূপ দয়া কখন ভোগ করে নাই। তাঁহার আচার ব্যবহার দেখিয়া মনে এরূপ ভাবের উদয় হয়, যেন তিনি অস্মদ্দেশীয় একজন মহাত্মা কর্ম্মফলে ভ্রষ্ট হইয়া কেবল মাত্র বিদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদা প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের মিতাহারের প্রশংসা করিতেন।

আমাদের দেশের সন্দেশ, চন্দ্রপুলি, ডাবের জল ও মদ্‌গুর মৎস্য তিনি বড় ভাল বাসিতেন। তাঁহার পরম বন্ধু রাজা রামমোহন রায়ের নিকট হইতে তিনি মদ্‌গুর মৎস্য ভক্ষণ করিতে শিখিয়াছিলেন।

তাঁহার যথেষ্ট ধন ছিল; কিন্তু যে বণিকের হাউসে তাঁহার টাকা গচ্ছিত ছিল; সে ব্যক্তি দেউলিয়া হওয়াতে হেয়ার সাহেবেরও অধিকাংশ ধন ধ্বংস হয়, সুতরাং তিনি ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়েন। হিন্দুকালেজের দক্ষিণে ও পশ্চিমে তাঁহার অবশিষ্ট যে ভূসম্পত্তি ছিল, আমাদের জন্য ঐ সকল ভূমি তিনি অকাতরে বিক্রয় করেন। হেয়ার ষ্ট্রীটে তাঁহার একটি অর্দ্ধ-নির্ম্মিত বাটী ছিল, তিনি সেই বাটীটি কোনরূপে গাঁথিয়া উত্তমর্ণদিগকে দিয়া, আপনি তাঁহার বন্ধু গ্রে সাহেবের বাটীতে অবস্থিতি করিতেন। পরে যাহা কিছু ছিল, তৎসমুদায়ই এ-দেশস্থ বালকদিগের নিমিত্ত ব্যয় করিয়া, পরিশেষে এরূপ দরিদ্রদশায় পতিত হইয়াছিলেন যে, প্রাত্যহিক আহারের জন্যও ভাবিতে হইত। এ অবস্থা রাজপুরুষেরা কোন প্রকারে অবগত হইয়া তাঁহাকে ছোট আদালতের বিচারপতি-পদে নিযুক্ত করেন।

কিন্তু ঐ পদাভিষিক্ত হইয়াও তাঁহার স্বভাবের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই; তিনি প্রতিদিন স্কুলে যাইয়া, সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন। যে কোন প্রকারে হউক, ছাত্র ও শিক্ষকদিগের উপকার করাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। কেহ কোন কার্য্যের জন্য লালায়িত হইলে যথাশক্তি তাহার সাহায্য করিতেন। এইরূপে সকল ছাত্রের প্রতিই তাঁহার বাৎসল্য ভাব ছিল। বিচারাসনে বসিয়া যদি কোন স্কুলের কিম্বা কালেজের ছাত্রকে সাক্ষ্য প্রদান জন্য কিম্বা অন্য কোন কার্য্য বশতঃ বিচারালয়ে আগত দেখিতেন; তৎক্ষণাৎ তিনি স্বীয় পদের গাম্ভীর্য্য ও গৌরব একেবারে বিস্মৃত হইয়া ঐ ছাত্রকে স্কুলে না যাওয়া দোষের শাস্তি দিতে উদ্যত হইতেন। যদি দরিদ্র ব্যক্তিকে ঋণের নিমিত্ত দণ্ডাজ্ঞা দিতে হইত, তৎক্ষণাৎ তাহার ক্লেশ মনে করিয়া কাতর হইতেন, এবং সেই ঋণ স্বয়ং পরিশোধ করিতে স্বীকার পাইতেন। দান ও হিত-সাধন ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন কর্ম্ম বা চিন্তা ছিল না।

তিনি স্কুল ও কালেজ ভ্রমণ ও কয়েকটি বালকের সহিত কথোপকথন, ক্রীড়া প্রভৃতি কার্য্যে সমস্ত

দিন ও কখন কখন রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত ক্ষেপণ করিয়াও যথেষ্ট ইষ্টসাধন করিয়াছেন বিবেচনা করিতেন না; সময়ে সময়ে রাত্রি একপ্রহরের পর দ্বিতীয় তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত পদব্রজে এক চাদরমুড়ি দিয়া কলিকাতার গলিতে গলিতে ভ্রমণ করিতেন। বালকেরা গৃহে কিরূপ ব্যবহার করিতেছে, তাহা অবলোকন করিবার জন্য তাহাদের বাটীর গবাক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতেন; এবং তৎকালে বালকেরা ও কালেজের যুবা ছাত্রেরা যাত্রা, কবি, হাফআখ্ড়াই প্রভৃতি নীচ আমোদে রত থাকিত বলিয়া, যাত্রার আখ্ড়ায় ও যে যে স্থানে যাত্রা, কবি, হইতেছে, সেই সেই স্থানে গুপ্তভাবে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া অভিনেতা বালককে নীচ আমোদক্ষেত্র হইতে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতেন। কোন ছাত্র অপর কোন কুপ্রবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে কি না, তাহা অবগত হইবার নিমিত্ত শৌণ্ডিকালয়ে অথবা গণিকালয়ে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতেন। ফলতঃ, তিনি অহোরাত্র কেবল বালকদিগের হিত চেষ্টাতেই ব্যস্ত থাকিতেন।

হেয়ারের স্বাস্থ্যশিক্ষা-প্রণালী।—শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ শিক্ষার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি ছিল। সর্ব্বদা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন ভাবে থাকিলে শরীর অসুস্থ ও রুগ্ন হয় না, ইহা উদাহরণ দ্বারা বালকদিগের কোমল হৃদয়ে প্রতীতি জন্মাইবার নিমিত্ত হেয়ার সাহেব প্রায়ই বিদ্যালয়ের ছুটীর পর একখানি তোয়ালে হস্তে লইয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিতেন। যে সকল ছাত্রেরা হস্ত পদাদি অপরিষ্কার রাখিত, তিনি তাহাদিগকে উহা দ্বারা পরিষ্কৃত করিয়া দিতেন। সুতরাং পরিষ্কার থাকা যে অতীব কর্ত্তব্য, তাহা সকল ছাত্রই সম্যক্ অভ্যাস করিত।

আর্দ্রবস্ত্র পরিধান করিলে পীড়া জন্মে।—চন্দ্রশেখর দেব নামে একটি যুবা সন্ধ্যাকালে ভিজিয়া ভিজিয়া তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হয়। হেয়ার তৎক্ষণাৎ তাহাকে আর্দ্রবস্ত্র পরিত্যাগ করাইয়া আপনার টেবিলের শুষ্ক কাপড় পরিধান করিতে দিলেন।

হেয়ারের সাহস ও বলবিক্রম।—একদা নিশাযোগে ঠন্‌ঠনিয়া কালীতলার নিকট জনৈক দস্যু কোন এক বালকের অলঙ্কার অপহরণ করিয়া প্রস্থান করিতেছিল। হেয়ার তদ্দৃষ্টে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাহাকে ধৃত করিয়া সমুচিত দণ্ডবিধান করেন। কিন্তু সেই দুর্বৃত্ত, হেয়ারের মস্তকোপরি এরূপ সজোরে লগুড়াঘাত করে, যে হেয়ারকে তজ্জন্য কিছুকাল শয্যাশায়ী থাকিতে হইয়াছিল।

অপর এক দিবস দুইজন দুর্জ্জন সুরাপায়ী ও বলিষ্ঠ গোরা হেয়ারের স্কুলের সম্মুখে একটি ছাত্রের গাড়ী লগুড় প্রহারে

ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিতেছিল;—কেহ তাহাদের সম্মুখে যাইলে তাহাদিগকে আঘাত করিতে উদ্যত হইতেছিল। সুতরাং বিদ্যালয়ের দ্বাররক্ষক ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ ভীত হইয়া কেহই তাহাদিগকে অত্যাচার হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। ইতি-মধ্যে হেয়ার তৎস্থানে উপনীত হইয়া এই সমস্ত ঘটনা সন্দর্শনে দুঃখিত হইলেন, এবং অবিলম্বে যুবা পুরুষের ন্যায় ও তীর সদৃশ দ্রুতবেগে উহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অকুতোভয়ে ধাবিত হইলেন ও তাহাদিগকে ধৃত করিয়া পুলিসের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

গৃহরুদ্ধ কুলির মোচন।—একদা অনেকগুলি কুলি প্রতারিত হইয়া মরিসস্ দ্বীপে প্রেরণোদ্দেশে একটি গৃহে আবদ্ধ ছিল। হেয়ার অবগত হইয়া তাহাদিগকে বিমুক্ত করেন।

মৃত্যুকেও তিনি কিছুমাত্র ভয় করিতেন না।—বিসূচিকা রোগে প্রপীড়িত হইবামাত্র তিনি নিঃশঙ্ক চিত্তে তাঁহার প্রধান পরিচারককে বলিয়াছিলেন, "আমার বন্ধু গ্রে সাহেবকে আমার জন্য একটি শবাধার প্রস্তুত করিয়া রাখিতে বল।"

অনন্তর, এই মহানগরী কলিকাতায় হেয়ার সাহেব তাঁহার পরমাত্মীয় গ্রে সাহেবের বাটীতে ১৮৪২ খৃঃ অব্দের ৩১এ মে রাত্রিতে ওলাউঠা রোগাক্রান্ত হয়েন; এবং পরদিন জুন মাসের ১ম তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। পীড়াকালীন দুর্ব্বিসহ বেলাস্তারার জ্বালায় প্রথমতঃ তিনি অবসন্ন হইয়া পড়েন; এবং তাৎকালিক ডাক্তার প্রসন্ন মিত্র

পুনর্ব্বার বেলাস্তারা প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইলে তিনি তাহাকে নিরস্ত করিয়া কহিলেন, "আমাকে শান্তভাবে শান্তি-নিকেতনে যাইতে দাও।" হায়! তাঁহার ঐ বাক্য শুনিলে কোন্ ব্যক্তির হৃদয় না বিদীর্ণ হয়! সুখসেব্য ও জ্বালা-যন্ত্রণা-বিহীন কোন প্রকার চিকিৎসা-প্রণালী তৎকালে প্রচলিত থাকিলে মহাত্মা ডেবিড্ হেয়ারের মুমূর্ষুকালীন ঈদৃশ মর্ম্মভেদী বাক্য কাহারও কর্ণগোচর হইত না!

তাঁহার মৃত্যুতে, কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি অন্তঃপুরস্থ মহিলাগণ, কি অত্যন্ত কুসংস্কারাপন্ন বঙ্গবাসী, সকলেই আপনাদের আত্মীয় স্বজনবর্গের মৃত্যুর ন্যায় শোকাকুল হইয়াছিলেন; এবং সহস্র সহস্র লোক পদব্রজে তাঁহার মৃত দেহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গ্রে সাহেবের বাটী হইতে হিন্দুকালেজের সম্মুখস্থ গোলদীঘিতে তাঁহার গোর দিবার জন্য আসিয়াছিলেন। ১লা জুন সন্ধ্যার প্রাক্কালে হেয়ারের দেহ যথানিয়মে সমাহিত হয়। তাঁহার মৃত্যুতে যে কেবল মনুষ্যগণ রোদন করিতেছিলেন, এমত নহে; তাঁহার সমাধিকার্য্য সমাপ্ত হইবামাত্র দেবতারাও যেন

দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। কারণ, সেই সময় অবধি তিন দিবস অবিশ্রান্ত ঝড়, বৃষ্টি, মেঘগর্জ্জন, বজ্র-পাত প্রভৃতি মহাপ্রলয়ের ন্যায় এমত ভয়ঙ্কর ব্যাপার হইতে লাগিল যে, এ মহানগরীর কেহই কোন কার্য্যান্তরে বহির্গত হইতে পারেন নাই।

হেয়ার সাহেব যে কতদূর পর্য্যন্ত বালক-দিগকে স্নেহ করিতেন, ও স্বয়ং তাহাদের স্নেহের পাত্র ছিলেন, তাহা বর্ণনাতীত। গ্রে সাহেবের বাটীতে তাঁহার মৃতদেহ দেখিবার জন্য অনেক পঞ্চমবর্ষীয় বালকও গিয়াছিল, এবং সেই মহো-দয়ের জীবনহীন মুখাবলোকন করিয়া এমত হৃদয়-বিদারক স্বরে রোদন করিয়াছিল যে, সেই স্থলে যে যে ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা এখন পর্য্যন্তও ঐ ঘটনা স্মরণ করিলে অশ্রুপাত নিবারণ করিতে পারেন না। এরূপ অল্পবয়স্ক বালকেরা আপন পিতা মাতার মৃত্যু হইলেও সেরূপ শোকাভিভূত হয় না। তাঁহার গোরের উপরিস্থিত পাথরের স্তম্ভ নির্ম্মাণের ব্যয় ১৫০০ টাকা ধার্য্য হইলে বালকেরাই প্রত্যেকে এক এক টাকা চাঁদা দিয়া

সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করে ; এবং যে শ্বেত পাথরের প্রতিমূর্ত্তি ইতিপূর্ব্বে সংস্কৃত কালেজের প্রাঙ্গণে স্থাপিত ছিল, এক্ষণে উহা হেয়ার স্কুলের ও প্রেসিডেন্সি কালেজের মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিতেছে ; উহার সমস্ত ব্যয়ের প্রায় ৩০০০০ টাকা অল্পকালের মধ্যে এই মহানগরী হইতে সংগৃহীত হয়। অতঃপর এতদ্দেশীয় ব্যক্তিগণ তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই ; হেয়ারের স্মরণার্থ সাম্বৎসরিক সভা সংস্থাপন করিয়াছেন, এবং প্রতিবৎসর ১লা জুন তাঁহার মৃত্যু তারিখে উক্ত সভার অধিবেশন হইয়া থাকে।

মহাত্মা হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থ স্তম্ভ ও মূর্ত্তি সময়ে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, কিন্তু তাঁহার অলৌকিক-গুণ-সম্ভূত পবিত্র কীর্ত্তি বঙ্গবাসীর স্মৃতিপথে চিরকাল জাগরূক থাকিবে। হিন্দুদিগের মধ্যে কতিপয় পূর্ব্বতন মহাত্মা প্রাতঃস্মরণীয় বলিয়া পরিগণিত আছেন, হেয়ার মহাপুরুষের নামও তদ্রূপ হওয়া উচিত।

কলিকাতা—গোপীকৃষ্ণ পালের লেন ১৫ নং ভবনস্থ নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে
শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্র কর্তৃক মুদ্রিত।—১২৯৭।